ঋত্বিকের নাটক

শুভঙ্কর রায়

বাংলা ব্যবচ্ছেদ ও ঋত্বিকের নাটক

২০০১-এর ১১ই সেপ্টেম্বর - এর পর থেকে একের পর এক চমকপ্রদ খবর যখন বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তুলছিল তার মধ্যেই বাংলা ও বাঙালিকে আলোড়িত করার মতো আরেকটি খবরও আমাদের নজরে এসেছিল---বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালাবদল। সম্প্রতি বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে আওয়ামি লীগ, ক্ষমতায় এসেছে বি. এন. পি. জোট। কিন্তু এরকমটা তো হতেই পারে, প্রতিবেশী দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বদল ঘটা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। ও নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা এধরনের রাজনৈতিক পালাবদল তো ওই দেশটির একটি অভ্যন্তরীণ বিষয়। তা ছাড়া এই সেদিনও রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে শ্রীলঙ্কাতেও। কিন্তু সে বিষয়টি বাংলাদেশের শাসকদলের পরিবর্তনের খবরের মতো অত গুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি আমাদের কাছে। কেন এই পার্থক্য ?

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালাবদলও আমাদের কাছে প্রথমে ততটা গুত্বপূর্ণ ছিল না। গুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল সেসময়, যখন আমরা দেখলাম বাংলাদেশের নতুন শাসকদলের সমর্থকদের হাতে সেখানকার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ নির্যাতিত হতে লাগলেন এবং সীমানা পেরিয়ে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা শু করলেন পশ্চিমবঙ্গে। সংবাদ মাধ্যমগুলো ও রাজনৈতিক নেতারা জটিলতার চিন্তায় এবং বিতর্কে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এই প্রশ্নে যে সীমানা পেরিয়ে আসা নিরাশ্রয় নিরাপত্তাহীন এই মানুষগুলোর সঙ্গে কোন্ সম্বোধনে ভারতবর্ষের কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রীয় সংলাপ শু করবেন--- 'শরণার্থী' না 'অনুপ্রবেশকারী'? মনে পড়ে যায় 'দলিল' নাটকের ক্ষেতুর সংলাপ--- "এ দ্যাশের বাওয়া ভাল না মা। ইয়ারা বুলে রিফিউজি, শরণার্থী। আচ্ছা কও তো মানষেক ডাকা যায় উহা বুইলা।। এট্টা মান হানি করা রাখছিলাম নিজের তরে সেটা খোয়া গিছে।"

বাংলা বাঙালি আবার যখন একটা বিপন্ন সময়ের মুখোমুখি--- তখনই মনে পড়ে গেল ঋত্বিক ঘটককে। যাঁর সৃষ্টির একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে, ছিন্নমূল মানুষের হাহাকার, আর্তনাদ--- আর তাঁদের অন্তঃরক্তক্ষরণ। দেশবিভাগ এবং খণ্ডিত স্বাধীনতাকে ঋত্বিক মেনে নিতে পারেননি কোনোদিনই।

দেশবিভাজনের ষড়যন্ত্রীদের বিদ্ধে ঋত্বিক তাঁর ক্ষোভকে কোথাও গুপ্ত রাখেননি। বরং তাঁর চলচ্চিত্রে কিংবা নাটক রচনায় দেশভাগের চত্রান্তকারীদের বিদ্ধে বার বার বর্ষিত হয়েছে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্রূপ। 'দলিল' নাটকে ফিরোজ যখন বলে ওঠে--- "কোন লোকে লাভ করার মতলবেই দ্যাশভাগ আর দ্যাশান্তরী করার ঢেউটা লাগছে"--- সে সংলাপের মধ্যে চাপা থাকে না ঋত্বিকের তীব্র রোষ।

প্রাক্-স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা - উত্তরকাল -- এই তিনপর্বে বাঙালি চূড়ান্ত হতশ্রী সময়ের মধ্যে দিয়ে পার হয়েছে। সাম্প্রদায়িক বিভেদের উস্কানি, দাঙ্গা, স্বার্থলিপ্সু রাজনীতিকের দাপট, বিবর্ণ অর্থনীতি---এক দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে বাঙালিদের ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে এপারে ওপারে, দু'পারেই। আর এর ফলে শিক্ষা, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য থেকে বাঙালির বিচ্যুতি ঘটেছে বার বার।' ৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধবংসের পর গোটা ভারতবর্ষের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশে যে সা

ম্প্রদায়িক উত্তেজনার ঘটনা ঘটে, সেইসঙ্গে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীও সেই বিচ্যুতিরই নিদর্শন। 'সুবর্ণরেখা' ছবি প্রসঙ্গে - ''সুবর্ণরেখা পরিচালকের বক্তব্য'' প্রবন্ধে ঋত্বিক লিখেছেন--- ''আমার যেটা মনে হয়েছে এবং যা আমি ছবিটির মধ্যে দিয়ে বলার চেষ্টা করেছি, ---তা হচ্ছে, আজকের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, রাজনীতিক ও সামাজিক সংকটের কথা। যে বিশাল সংকট আস্তে আস্তে একটা দানবের রূপ পরিগ্রহ করেছে, ' ৪৮ সাল থেকে,' ৬২ সালের পরিধির মধ্যে সেটাকে ধরবার চেষ্টা করেছি। এই সংকটের প্রথম বলি হচ্ছে আমাদের বোধশক্তি।'' এই বোধশক্তির বলি--- কোনো আপাত বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। মানুষের অস্তিত্বকে আক্রমণ করার জন্য ক্ষমতালোলুপ রাজনীতিক সাম্রাজ্যবাদীদের একটা ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রের ছক এটা। এই ছকের বলি হয়ে যায় হিন্দু - মুসলমান সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ। যারা একসময় ছিল একই গ্রামের কি একই নগরীর পড়শি--- এখন তারা পরস্পরের দিকে তাকায় শত্রুদৃষ্টিতে হত্যাকারীর চে াখ।

মানবিকতার এই অবক্ষয়কে ঋত্বিক তাঁর নাটকগুলিতে তুলে ধরেছেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোনে। 'দলিল' নাটক দেশভাগ ও এক নিরাশ্রয়কালেরই দলিল। দেশবিভাজন এবং তার ফলে যে সুস্থ ও সমৃদ্ধিময় জীবনের প্রলোভন দেখিয়ে দুপারের বাঙা লিকে স্লেফ ধর্মের ভিত্তিতে বাস্তুভিটে ত্যাগ করতে বাধ্য করেন নেতারা--- তার অন্তঃসারশূন্যতা তাদের কাছে খুব বেশি দিন গোপন থাকে না। তবে এই স্বার্থান্ধ রাজনীতিকরা আপামর বাঙালির মধ্যে ধর্মীয় বিভেদের পাঁচিলটাকে পাকাপোক্ত করার কাজটা সুচতুরভাবে সম্পন্ন করেছিলেন। এর পরিণতি যে কতটা মারাত্মক এবং বেদনাবহ তার নিদর্শন 'সাঁকো' ন াটকের সেই দৃশ্য--- মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত সংস্কৃতিমনস্ক ছেলে সাগর দাঙ্গাবাজদের হাতে তুলে দেয় কলকাতার গান শুনতে আসা বাংলাদেশি তণ মহসিনকে। এখানে একটি বিষয় প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য বাংলা ব্যবচ্ছেদ উদ্বাস্তু মানুষের প াশাপাশি আরেকটা শ্রেণীর জন্ম দিয়েছিল, যাদের পরিচয়--- দাঙ্গাবাজ।

শাসকশ্রেণী মানবত্বের যে অবমূল্যায়ন ঘটিয়েছিলেন তার বিদ্ধে আজীবন গর্জে উঠেছেন ঋত্বিক। কিন্তু ঐ চক্রব্যূহের শিক ার অভিমন্যুদের মুক্তির পথটা দ্ধ হয়ে গিয়েছিল শাসকদের কল্যানেই। জাতের শত্রুদের নিকেশে যারা একদিন উন্মাদ হয়ে উঠেছিল তারাই যেদিন উপলব্ধি করে দাঙ্গাবাজের ন্যক্কারজনক চিরস্থায়ী ছাপ পিঠে নিয়ে, তারা আসলে ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রের বলি হয়ে গেছে--- তখন তাদের আর ফেরবার পথ নেই। দেশভাগের রক্তহিম ট্র্যাজেডির একটা চেহারা ধরা পড়ে এখানে। সেই ছবিটাই 'সাঁকো' নাটকে ঋত্বিক তুলে ধরেছেন দাঙ্গাবাজ দশরথের মধ্যে। দশরথ সাম্প্রদায়িক শক্তির শিকার হল কিভাবে--- সেই ষড়যন্ত্রের ছবিটা আমরা পেয়ে যাই দশরথেৰ সংলাপের মধ্যে---''...ছেচল্লিশ সালে চারপ াশের সবাই বলে উঠল, মানুষ মারার থেকে বীরত্ব আর কিছু নেই। প্রশংসার চোখ চারপাশে। নেশা ধরে গেল মাথায়।'' আর সেই 'নেশা'-র পরিণতি--- ''আমি মিটে গেছি!...বাঁচব না। ইচ্ছেও নেই। জানি, যতদিন থাকব, এমনি নতুন নতুন ত্র াইম করে যেতে হবে।... আমি কি অন্যরকম হতে পারতাম না? কেন এমন হল? কেন?''

'আমার ছবি' প্রবন্ধে ঋত্বিক বলেছেন--- ''আমার সবচেয়ে যেটা জরি বলে বোধ হয়েছে সেটা, এই বিভক্ত বাংলার জর াজীর্ণ চেহারাটাকে লোকচক্ষে উপস্থিত করা, বাঙালিকে নিজেদের অস্তিত্ব, নিজেদের অতীত ও ভবিষ্যত সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা'' নিজের চলচ্চিত্র সৃজন বিষয়ে ঋত্বিক একথা বললেও তাঁর নাটক রচনা সম্পর্কেও এই কথ াগুলি একই রকমভাবে প্রাসঙ্গিক। বাংলার মানুষদের 'অতীত ও ভবিষ্যৎ সচেতন' করে দেওয়ার লক্ষ্যেই ঋত্বিক 'সাঁকো' নাটকে অত্যন্ত সচেতনভাবে নিয়ে আসেন 'বাংলাদেশের ইতিহাস' এবং 'ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার কাহিনী'-র প্রসঙ্গ। সামাজিক ও ব্যক্তিগত চড়াইগুলো অতিক্রমের মধ্য দিয়ে সাগর ও মহসিনের বোন জবার উত্তরণ হয় সহযাত্রী হিসেবে বাঙ ালির নতুন ভবিষ্যতের জন্য এক সন্ধানী অভিযাত্রায়। সেই ভবিষ্যৎ --- ঋত্বিকের স্বপ্নভূমি বাংলা। যার একটা হদিশ রেখে যান ঋত্বিক 'জ্বলন্ত' নাটকে--- সে এক ভালোবাসা ভরা দেশ,মানবিক সম্প্রীতির দেশ।

এখান থেকে আমরা বাংলা বিভাগকে ঘিরে ঋত্বিকের যন্ত্রণার অন্য একটা মাত্রায় পৌঁছে যেতে পারি। দেশবিভাজন ও দেশান্তরী মানুষকে ঘিরে ঋত্বিকের যে বেদনা তা বাংলা বা কোনো একটা আঞ্চলিক ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে সীমা য়িত নয়। ঋত্বিকের সেই মানবসম্প্রীতির স্বপ্নভূমির অবস্থান ৰিব্যাপী--- মানবদরিয়ায়। 'সুবর্ণরেখা পরিচালকের বক্তব্য' প্রবন্ধে ঋত্বিক বলেছিলেন--- ''প্রত্যক্ষ স্তরে 'সুবর্ণরেখা' ছবিতে উপস্থাপিত সংকট উদ্বাস্তু সমস্যাকে অবলম্বন করে আছে। কিন্তু 'উদ্বাস্তু' বা 'বাস্তুহারা' বলতে এ - ছবিতে কেবল পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদেরই বোঝাচ্ছেন না--- এই কথাটির সাহায্যে

আমি অন্যতর ব্যঞ্জনা দিতে চেয়েছি। আমাদের দিনে আমরা সকলেই জীবনেরমূল হারিয়ে বাস্তুহারা হয়ে আছি--- এটাও আমার বক্তব্য।'' জীবনের মূল' থেকে 'বাস্তুহারা' মানুষদের জন্যই মানবতাসম্পৃক্ত সেই স্বপ্নভূমির ঠিকানা দিয়েছেন ঋত্বিক ঘটক। এখানেই তিনি দেশভাগের প্রতিবাদী এবং দেশান্তরী মানুষের সহমর্মী শিল্পী--- মানবতার ঋত্বিক।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com